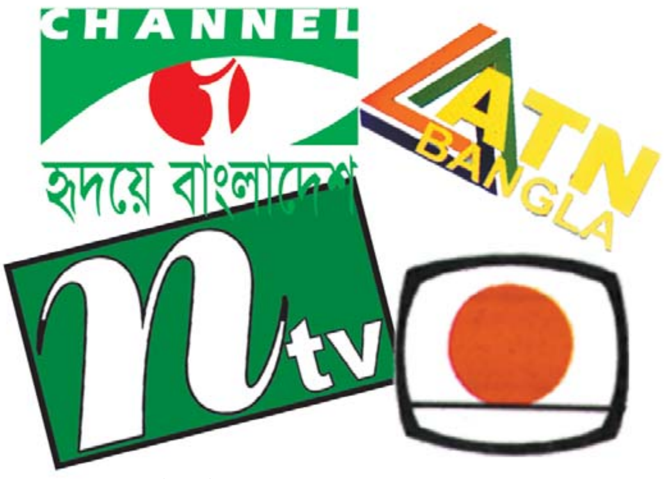

কলকাতায় নিষিদ্ধ বাংলাদেশের চ্যানেল

ব্যবসা না উন্নাসিকতা

মুক্তি চৌধুরী *কলকাতা থেকে*

কলকাতার একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘নান্দীমুখ সংসদ’। মহাত্মা গান্ধী রোডে এদের অফিস। প্রতি রোববার বসে এদের সাহিত্য সভা। ‘তবু বাংলার মুখ’ নামে একটি সাহিত্য সংকলনও বের করে এরা নিয়মিত। এই সংগঠনের এক কর্মকর্তা অভিজিৎ পাল। চাকরি করেন। তারই মাঝে লেখালেখিও করেন। বেশ ক’দিন আগে, এপ্রিল মাসের সংখ্যায় ছোট্ট একটি লেখা লেখেন তিনি। লেখাটি বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল নিয়ে। ওই লেখায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘কেন কলকাতার মানুষ বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল দেখতে পায় না? তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে যেখানে পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়, সেখানে কলকাতার বাংলাভাষাপ্রেমীরা কেন বঞ্চিত হবেন বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল দেখা থেকে?’ একই সঙ্গে তিনি পাল্টা অভিযোগ এনে বলেন, ‘পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল যেখানে সহজে দেখা যায়, সেখানে বাংলাদেশের টিভি দেখা যাবে না কেন? তবে কি ক্যাবল অপারেটররা ‘তোগাড়িয়া’ লাইন নিয়েছেন?’ অভিজিৎ পাল আরো লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় সীমান্তের ওপারে ১৫ কোটি মানুষের একটি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে গভীর ঐক্য রয়েছে তা উপমহাদেশের ‘হিন্দিওয়ালা’ শাসকদের কখনোই রাতে ভালো করে ঘুমোতে দেয়নি। আজও দেয় না। বাংলা ভাষার প্রতি সেই পুরনো মানসিকতা থেকে ওরা আজও মুক্ত নয়।’

অভিজিৎ পাল এর আগে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল দেখানোর দাবিতে খবরের কাগজে বেশ ক’টি চিঠিও লেখেন। তাতে তিনি ক্যাবল অপারেটরদের বৈষম্যের দিকটি তুলে এর বিরুদ্ধে বাংলাভাষাপ্রেমীদের আন্দোলনও গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি হতাশা ব্যক্ত করে এ কথাও বললেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ‘বন্ধু’ রাষ্ট্র বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো দেখতে না পেলেও আমাদের ‘সৌভাগ্য’ (!) আমাদের ‘শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল আমরা দেখতে পাই।’ তিনি আরো লেখেন, ‘সন্দেহ হয় সিটি ক্যাবল এবং আরপিজি (RPG) নেটকমের ভিন্ন প্রাদেশীয় (অন্য রাজ্য) মালিকরা এ বাবদে সচেতনভাবেই শূন্যতা বজায় রাখতে চান ‘তোগাড়িয়া লাইন’ অনুসরণ করে।’ তিনি বললেন, ‘এই মহানগর তথা রাজ্যের ক্যাবল টিভি গ্রাহকেরা যাতে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো নিয়মিতভাবে উপভোগ করতে পারেন, সে ব্যাপারে বাঙালির সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। আমরা বাংলাদেশের মুখ দেখতে চাই। দেখতে চাই এপার-ওপার দু’বাংলাকেই’। অভিজিৎ পালের এই লেখা ছাপার পর আরও বেশকিছু পত্রলেখক তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে এ ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও চিঠি লেখেন। তাও ছাপা হয় বিভিন্ন পত্রিকায়।

অভিজিৎ পালের বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখার ছোট্ট এই লড়াইটা এখন কলকাতায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতায় বাংলাভাষাপ্রেমীরা ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে কলকাতার টিভির পর্দায় বাংলাদেশের চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিতে হবে। অভিজিতের কথাই এখন উচ্চারিত হচ্ছে গোটা কলকাতা শহরের বাংলাভাষাপ্রেমী মানুষের মুখে মুখে। এখন বাংলা চ্যানেল না দেখানোয় কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র ক্ষোভ। তাঁরাও দাবি তুলেছেন, ক্যাবল অপারেটরদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

মূলত বৃহত্তর কলকাতার টিভি চ্যানেলগুলো এতদিন নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল কলকাতার চারটি ক্যাবল নেটওয়ার্ক সংস্থা। এগুলো হলো আরপিজি (RPG) নেটকম, মন্থন (Manthan) ব্রড ব্যান্ড সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড, সিটি ক্যাবল এবং ক্যাবল কম। এদের বদান্যতায় কলকাতার মানুষেরা দেখতে পান নানা চ্যানেল। এরা যখন ইচ্ছে তখন তাদের পছন্দসই চ্যানেল খুলে দেয়। আবার বন্ধও করে দেয়। কিন্তু কেন তারা বাংলাদেশের চ্যানেল দেখাচ্ছে না? এ ব্যাপারে ওই চার সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা জবাব দিয়েছেন চার রকমের। তবে মূল কথা যে ব্যবসায়িক ‘রহস্য’ তা অবশ্য প্রকারান্তরে তারা স্বীকারও করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আরপিজির মালিকানা অতি সম্প্রতি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে সিটি ক্যাবলের কাছে।

চার সংস্থার চার কর্মকর্তার কথা

আরপিজি নেট কম লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অমিত নাগ কোনো প্রশ্নেরই সোজা উত্তর দিতে চাইছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত মর্ম কথা দাঁড়ায় এরকম, ‘আমাদের একটি খরচ আছে। বাংলাদেশের ক্যাবল অপারেটরা এই খরচের একটি অংশ দিলেই আমরা বাংলাদেশ চ্যানেল দেখাতে পারবো। এটাকে আপনারা ধরে নিতে পারেন আমাদের ক্যারেজ ফি হিসেবে।’

‘কত টাকা দিতে হবে এই ক্যারেজ ফি?’

‘দেড় থেকে পাঁচ লাখ।’

‘এভাবে কেন? একটা ‘ফিক্সড’ রেট থাকতে পারে তো?’

‘আসলে “পজিশন” অনুসারে এই রেট। চ্যানেলের প্রথম দিকে থাকলে টাকা বেশি। শেষের দিকে থাকলে টাকা কম।’

অমিত নাগ আরো জানালেন তিনি ঢাকার একটি চ্যানেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাও বলেছেন। কিন্তু যেসব চ্যানেল দেখানো হয় তারা টাকা দেয় কিনা জানতে চাইলে মাথা

নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দিলেন।

'তাহলে পাকিস্তানও আপনাদের টাকা দেয়?' এড়িয়ে গেলেন এ প্রশ্নের জবাব। বললেন, 'পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ তাদের টিভি চ্যানেলগুলো দেখানোর জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।' তিনি আরো বলেন যে ফ্রান্সের চ্যানেল টিভি-৫, জার্মানির ডি ডব্লিউ, সিঙ্গাপুরের চ্যানেল নিউজ এশিয়া একবার তারা দেখাতো। টাকা-পয়সা না দেয়ার কারণে সেসব চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অমিত নাগের কথা, 'আগে আমাদের বাঁচতে হবে। ২০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছি। প্রতি মাসে সুদ দিচ্ছি প্রচুর। তার তো 'রিটার্ন' চাই।' তিনি এ কথাও বলেন, 'বৃহত্তর কলকাতায় তাদের রয়েছে ১৭০ জন ডিস্ট্রিবিউটর। রয়েছে তাদের ২ হাজার ৫০০ ক্যাবল অপারেটর। ক্যাবল অপারেটররা প্রতি মাসে আয় করেন ৩০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তারা পায় মাত্র ৪ কোটি টাকা।'

অমিত নাগ আরো জানান, বৃহত্তর কলকাতায় রয়েছে ১০ লাখ ক্যাবল টিভি গ্রাহক। এর মধ্যে তাদের সংস্থা আরপিজি নেটকমের আওতাধীনে রয়েছে ৬৫ ভাগ, মন্থনের ২০ ভাগ, সিটি ক্যাবলের ৭ ভাগ ও ক্যাবল নেটকমের ৮ ভাগ। তিনি আরো বলেন, গোটা ভারতে রয়েছে দেড় হাজার ক্যাবল টিভি চ্যানেল। এর মধ্যে থেকে তারা মাত্র ৫৫টি দেখান। ৫.৫০ মেগাহার্টসের এনালগ মোডে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় এই চ্যানেলগুলো। সুতরাং ৫৫টি চ্যানেল বাছাই করা তাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন কাজ। এই ৫৫টি চ্যানেলের মধ্যে তিনটি যথা ডিডি-১, ডিডি-২ এবং ডিডি স্পোর্টস দেখাতেই হয়। এর মধ্যে রয়েছে আবার ৩৭টি পে-চ্যানেল। তিনটি রয়েছে 'ম্যান্ডেটরি' ব্যাসল। এই বাকি ১৫টি চ্যানেল থেকে তাদের বাছাই করতে হয় কোন কোন চ্যানেল তারা দেখাবে? 'যারা টাকা দেবে, মূলত তাদেরটাই দেখিয়ে থাকি আমরা।'

কথা হয় সিটি ক্যাবলের অন্যতম পরিচালক জাফর ইকবালের সঙ্গে। তিনি শোনালেন অন্য কথা। বললেন, 'ক্যারেজ ফি'র নামে টাকা নেয়ার তো কোনোই প্রশ্ন ওঠে না। সমস্যাটা অন্যত্র। আগে আমরা এটিএন বাংলা চ্যানেলটি দেখাতাম। কিন্তু, একবার একটি বাংলাদেশী সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখানো নিয়ে বিপত্তি ঘটে। এই বিজ্ঞাপন প্রচার করার পর আমাদের এবং আরপিজির বিরুদ্ধে মামলা হয়। তারপর থেকে আমরা বাংলাদেশ চ্যানেল বন্ধ করে দেই।'

মন্থন ক্যাবল নেটওয়ার্কের পরিচালক সুদীপ ঘোষও বললেন জাফর ইকবালের কথা। তবে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করছেন খরচের কথা। অমিত নাগের মতোই বললেন, 'আমাদের তো খরচ আছে। তাতো পোষাতে হয়।'

আবার সিটি ক্যাবলের পরিচালক দিগ্বিজয় ধর প্রতিধ্বনি করেছেন জাফর ইকবালের কথার। বললেন, 'চ্যানেল দেখানোর নামে টাকা নেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ অন্য।' তবে সেটি বললেন না তিনি। তাঁর দাবি, 'কলকাতার ৫৫ ভাগ এলাকায় তাদের নেটওয়ার্ক। আরপিজি মাত্র ১৫ ভাগ, মন্থন ও ক্যাবল কম মাত্র ৩০ ভাগ এলাকায় রয়েছে।'

অন্যদিকে ক্যাবল কমের পরিচালক রাজ সিং বলেছেন, 'সমস্যাটা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিয়ে। তারপর আমরা বন্ধ করে দেই বাংলাদেশী চ্যানেলের সম্প্রচার।' তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, এসব সমস্যা কাটলে নিশ্চয়ই আমরা বাংলাদেশের চ্যানেল দেখাব। তিনিও দাবি করেছেন, 'বৃহত্তর কলকাতায় তাদের সংস্থা ক্যাবল কম সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেডের আওতায় রয়েছে কলকাতায় ২০ ভাগ এলাকা।'

আসল রহস্য কী?

শুধু একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের কারণে বাংলাদেশের চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে ক্যাবল অপারেটররা এই যুক্তি মানতে রাজি নয় কলকাতার বাংলাভাষাপ্রেমীরা। তারা খুঁজে পেয়েছেন অন্য গন্ধ। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, কিছু শিল্পপতিদের অঙ্গুলি হেলনে ঘটেছে এই ঘটনা। এসব শিল্পপতিরা চান না, বাংলাদেশের পণ্যের ব্যাপক প্রচার হোক। এতে করে বাংলাদেশের পণ্য যেমন কলকাতায় একটি বাজার সৃষ্টি করতে পারবে তেমনি ভারতের মানুষজনও আরো বেশি করে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। কেননা, এমনিতেই বাংলাদেশের খবরাখবর কলকাতার কাগজেও ছাপা কম হয়। টিভিতেও দেখানো হয় খুব কম সংবাদ। এসব কারণে শিল্পপতিরা চাইছে না, বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **ব্রিটিশ কাউন্সিল :** ব্রিটিশ কাউন্সিল ফুলার রোডের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে আয়োজন করেছে মাসব্যাপী কনটেম্পোরারি ব্রিটিশ আর্টস 'শো'। মাসব্যাপী এই আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে প্রদর্শিত হবে ইন্ডিয়ান ভাস্কর ব্রিটিশ নাগরিক 'অনিশ কাপুরে'র উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র। প্রামাণ্যচিত্র শুরুর আগে অনিশ কাপুর সম্পর্কে আলোচনা করবেন শিল্পী হামিদুজ্জামান খান। প্রামাণ্যচিত্রটি ফাইন আর্টসের শিল্পীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনী শেষে আয়োজন করা হবে উন্মুক্ত আলোচনার।
- **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস :** ধানমন্ডির বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস-এ ৪ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে শিল্পী হাশেম খানের একক প্রদর্শনীর। 'মধুর গম্ভির' শিরোনামের এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। প্রদর্শনী চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **জার্মান কালচারাল সেন্টার :** ১ সেপ্টেম্বর থেকে জার্মান কালচারাল সেন্টারে শুরু হবে 'ডুয়েলিং ইন ফ্যান ডেল্টা' শিরোনামের প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে স্থান পাবে কর্মশালায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাছাইকৃত ১৬ জন শিক্ষার্থীর কাজ। প্রদর্শনী চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। জার্মান কালচারাল সেন্টার আয়োজন করেছে জার্মানি প্রযোজক আরটুর ব্রাউনার একক প্রযোজনায় বেশ কয়েকটি ছবি। জার্মান কালচারাল সেন্টারে যে সব ছবি প্রদর্শিত হবে-

সময় ও তারিখ	ছবির নাম
৪ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪:৩০ মি:	মরিটুরি
সন্ধ্যা ৬:১৫ মি:	দ্যা প্লট টু অ্যাসাসোনিক হিটলার
৫ সেপ্টেম্বর ৪:৩০ মি:	ইউথনেস আউট অব হেলথ
সন্ধ্যা ৬:১৫ মি:	সাইলট এস
৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪:৩০ মি:	এ লাভ ইন জার্মান
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি:	আফটার ইউর ডিক্রিস
৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪:৩০ মি:	অ্যাগ্রেসি হারভেস্ট
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি:	হানু সেল

- **জাতীয় জাদুঘর :** ভিয়েতনামের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির আওতায় আয়োজন করা হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে নানা অনুষ্ঠানমালার। এর মধ্যে জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হবে ভিয়েতনামের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচিতমূলক 'স্মাইলস অব ভিয়েতনাম' শিরোনামের আলোকচিত্র। এ প্রদর্শনী চলবে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

হোক এখানে। এদের বক্তব্য, ‘ক্যারেজ ফি’ একটা অজুহাত মাত্র। যেখানে পে চ্যানেলগুলোতে ক্যাবল অপারেটরদের টাকা দিতে হয়, সেখানে কীভাবে তারা ‘ক্যারেজ ফি’ দাবি করে? মূল কথা এখানের ব্যবসায়ীদের ভয়, বাংলাদেশের চ্যানেল উন্মুক্ত হলে, কলকাতার লোকজন আরো বেশি করে বাংলাদেশ সম্পর্কে অবহিত হবে। ফলে বালাদেশ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারও হ্রাস পাবে। এটাই চাইছে না এখানকার একদল শিল্পপতি। নেপথ্যে যে রাজনীতিবিদদের মদদ নেই তাও জোর দিয়ে বলা যাবে না।

> কিছু শিল্পপতিদের অঙ্গুলি হেলনে ঘটেছে এই ঘটনা। এসব শিল্পপতিরা চান না, বাংলাদেশের পণ্যের ব্যাপক প্রচার হোক। এতে করে বাংলাদেশের পণ্য যেমন কলকাতায় একটি বাজার সৃষ্টি করতে পারবে তেমনি ভারতের মানুষজনও আরো বেশি করে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। কেননা, এমনিতেই বাংলাদেশের খবরাখবর কলকাতার কাগজেও ছাপা কম হয়। টিভিতেও দেখানো হয় খুব কম সংবাদ

ক্ষোভ বাড়ছে বুদ্ধিজীবীদের

বাংলাদেশ চ্যানেল না দেখানোয় এখন ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মাঝে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী সকল শ্রেণীর পেশাজীবীর নেতৃবৃন্দরা এই নিয়মটিকে এখনো মেনে নিতে পারছে না। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো বলেই ফেলেছেন, ‘এটা অনুচিত। মানা যায় না। আমরা তো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিভি চ্যানেলগুলো দেখতে পাই। তবে বাধা কেন বাংলাদেশের চ্যানেলের ওপর।’ কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, ‘বাংলাদেশ তো আমাদের বন্ধু। পাকিস্তানি চ্যানেল দেখা যায়, অথচ বাংলাদেশ চ্যানেল দেখতে পারি না, এটা কি করে হয়?’ বিশিষ্ট কলামিস্ট আব্দুর রউফ দাবি করেছেন, ‘দু’দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করার জন্য কলকাতায় বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো দেখানো হোক।’ অধ্যাপক স্বপন বসু বলেছেন, ‘বুঝতেই পারছি না বাংলাদেশের চ্যানেল দেখানো হয় না কেন? এটা অনুচিত।’

কলকাতা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক কমল ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ যাতে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখতে পারে, তার সুযোগ থাকা অবশ্যই চাই। কারণ টিভি চ্যানেল এখন মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু’বাংলার মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু নির্মাণ করতে টেলিভিশন তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।’ বিবিসি’র সাবেক সাংবাদিক পার্থ মুখার্জিও বলেছেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিশ্ব যখন হাতের মুঠোয় তখন বাংলাদেশের চ্যানেল না দেখানোর ঘটনা তো দারুণ পীড়াদায়ক।’ বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কেন বাংলাদেশের চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে না বেসরকারি ক্যাবল অপারেটররা তার নেপথ্য কারণ খুঁজে বের করা উচিত। প্রতিবেশী দেশের খবরাখবর জানা যাবে না এটা কি করে হয় আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে?’ বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী সানু মুখার্জি বলেছেন, ‘আমরা তো কাজ করাই দু’বাংলার সংস্কৃতি বিনিময় নিয়ে। দু’দেশ যদি একে অপরকে দেখতে না পারে সেটা কী এই যুগে মানা যায়? বাংলাদেশ দেখছে ভারতের চ্যানেল আর ভারত দেখতে পারবে না বাংলাদেশ চ্যানেল এটা মানা যায় না?’ বিশিষ্ট আইনজীবী মহাদেব রায় বলেছেন, ‘আমরা তো এগিয়ে যাই। পৃথিবীও এগুচ্ছে। এসেছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এই যুগে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখাবে না ক্যাবল অপারেটররা তা মেনে নেওয়া যায় না।’ কলকাতার শেরেবাংলা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান দাবি করেছেন, ‘অবিলম্বে কলকাতায় বাংলাদেশের চ্যানেল সম্প্রচারের ব্যবস্থা নিক ক্যাবল অপারেটররা। এ জন্য কলকাতাবাসীর সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে।’

ক্ষোভ বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসেও

কলকাতায় বাংলাদেশ চ্যানেল না দেখানোয় দারুণ অসন্তুষ্ট কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস। দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি শাকিল আহমেদ বিশ্বাস সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, ‘এটা মেনে নেয়া কী সম্ভব? আমাদের দেশে ভারতের সব চ্যানেল দেখা যায়। অথচ আমরা কলকাতায় দেখতে পারি না বাংলাদেশের চ্যানেল। এই যুগে এটা কি কল্পনা করা যায়? দু’দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই এটা খুবই জরুরি। অথচ শোনা যাচ্ছে, নানা অজুহাতে কলকাতায় বাংলাদেশ চ্যানেল দেখানোর সুযোগ দিচ্ছে না ক্যাবল অপারেটররা।’ তিনি আরো বলেছেন, ‘এ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন ক্যাবল নেটওয়ার্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। তাতে কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। কলকাতায় বাংলাদেশের চ্যানেল দেখা যাবে না, এই নিয়ে আজ বিতর্ক উঠবে কেন? কেননা, বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতায়র রয়েছে যুগ যুগ ধরে এক সাংস্কৃতিক বন্ধন।’

ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যেও

শুধু কলকাতায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এ ক্ষোভ ছড়ায়নি। এখন এই ক্ষোভ ছড়িয়েছে কলকাতার সাধারণ মানুষের মাঝেও। যারা বাংলাদেশে যান, তারা এখনো মেনে নিতে পারছে না ক্যাবল অপাটেরদের এই ভূমিকাকে। বিরাটির ইতি মন্ডল, কলকাতার এনএন ব্যানার্জি রোডের সমীর ঘোষ, শঙ্কর বিশ্বাস, মধ্যমগ্রামের প্রণব বিশ্বাস, বারাসাতের রূপস সাহা, বনগাঁয়ের টিটু বিশ্বাস, বসিরহাটের তরুণ মজুমদার, শ্যামবাজারের ধীমান পোদ্দার, গোড়াবাজারের পিনাকী সাহা, বাগুইআটির কাবেরী সাহা, সাতগাছির ভবতোষ সাহা, লেলিন সরণির পিনাকী দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক আশীষ সাহা, শ্যামলী ভট্টাচার্য, বজবজের সুনীত পাল, সোনারপুরের সমীর দেবনাথ, সাংবাদিক তারিক হাসান। সবারই এক কথা, না এটা মেনে নেয়া যায় না। ক্যাবল অপারেটররা যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হয় তাহলে এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের অবশ্য জরুরি। এদের কথা, ক্যাবল অপারেটররা বাংলাদেশের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে যেটা মেনে নেয়া যায় না।

শেষ কথা

অজুহাত যাই দিক না ক্যাবল অপারেটররা তা না মেনে বরং ক্যাবল অপারেটরদের বিরুদ্ধে এখন একযোগে আন্দোলনে নামা জরুরি। নইলে ক্যাবল অপারেটররা তাদের বন্ধুদের অঙ্গুলি হেলেনেই চালিয়ে যাবে এই অনৈতিক কাজ। তাই, এই মুহূর্তে উচিত হবে বাংলাদেশের সরকারের বিষয়টি নিয়ে ভারতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা। বাংলাদেশের চাপ এলেই ক্যাবল অপারেটররা বাধ্য হবেন বাংলাদেশ চ্যানেল খুলে দিতে। আর চাপ না এলে তারা অবাধে চালিয়ে যাবে তাদের একতরফা কার্যক্রম। তাই বাংলাদেশ সরকার যত দ্রুত এগিয়ে আসবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য তত দ্রুত হবে বাংলাদেশ চ্যানেল দেখানোর প্রক্রিয়া। নইলে সেই তিমিরেই থেকে যাবে কলকাতার টিভির পর্দা থেকে বাংলাদেশী চ্যানেল।